দৈনিক খবর

তারিখ 21 OCT 1992
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

32

চাঁদপুর পৌরসভা ঃ মন্ত্রণালয়ে অভিযোগ প্রতিবেদন—৩

প্রশাসনিক অব্যবস্থা ঃ বিদ্যালয় খাতে বছরে সাড়ে ১৪ লাখ টাকা নিয়ম বহির্ভূত খরচ

চাঁদপুর, ২০শে অক্টোবর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।-চাঁদপুর পৌর সভার প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় গুরুতর অনিয়ম চলছে। ক্ষমতাসীন চেয়ারম্যানরা এ ক্ষেত্রে কোন নিয়ম-নীতিই মেনে চলেননি। এ ছাড়া অননুমোদিতভাবে ৭টি বিদ্যালয় পরিচালনা খাতে রাজনৈতিক স্বার্থে নিয়ম বহির্ভূতভাবে বছরে সাড়ে ১৪ লাখ টাকা পৌর তহবিল থেকে খরচ করা হচ্ছে।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় প্রেরিত অভিযোগ প্রতিবেদনে চাঁদপুর পৌরসভার প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার গুরুতর অভিযোগ আনয়ন করা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, পৌরসভার কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে বিধি/৬৮ পালন করা হয়নি এবং নিয়োগের জন্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নেয়া হয়নি। ফলে নিয়োগ প্রাপ্তদের অনুকূলে বিপুল অংকে প্রদত্ত বেতন-ভাতা বিধিমাফিক হয়নি। সময় সময় ইচ্ছামাফিক নিয়ম-বিধি লংঘন করে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। যা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়নি। এদেরকে পদোন্নতি ছেলে বেতন প্রদান করে পৌরসভার আর্থিক ক্ষতিসাধন করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার বিভাগ, ঢাকার স্মারক নং পৌর-১/এ-৩/৯০/৩২/(৮৭) তাং ১৬-১-৯৩ইং মোতাবেক প্রেরিত সাংগঠনিক কাঠামোর আলোকে পৌরসভা হতে পাঠানো স্মারক নং ১/১৪-৯০/৫৫৯ তাং ৩১-৩-৯১ ইং বিবরণীতে যথেষ্ট গড়মিল রয়েছে। এসব বিবরণীতে দেখানো 'তালিকার ব্যাপারে সাধারণ কর্মচারীদের তীব্র অসন্তোষ রয়েছে। কিন্তু ভয়ে কেউ প্রতিবাদে সাহসী হচ্ছে না। উদাহরণ হিসেবে উচ্চ বিদ্যালয়ের অস্থায়ীভাবে নিয়োজিত শিক্ষককে 'প্রশাসনিক কর্মকর্তা', সহকারী হিসাব রক্ষককে 'হিসাব রক্ষক', অফিস সহকারীকে 'প্রধান সহকারী' হিসেবে দেখানো সম্পূর্ণ নিয়ম বহির্ভূত।

পৌরসভার কোন মাষ্টার প্লান নেই। ঘরবাড়ী নির্মাণের জন্য দাখিলকৃত প্লান অনুমোদনের ক্ষেত্রে নিয়ম-বিধি মানা হয়নি। ফলে যত্রতত্র ঘরবাড়ী নির্মাণ করা হয়েছে। এতে পয়ঃনিষ্কাশন, চলাচল ও জনস্বাস্থ্যের ক্ষতিসাধন করা হয়েছে। পৌরসভার অভ্যন্তরে সরকারী এবং বেসরকারী পর্যায়ে ১০টি উচ্চ বিদ্যালয় এবং ১১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ১৯৭৩ সালে পৌরসভার নিকট হস্তান্তর করা হয়। এর পরও বিশেষ স্বার্থে ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে পৌর কর্তৃপক্ষ আরও ৩টি উচ্চ বিদ্যালয় এবং ৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের দায়ভার ১৯৭৬ সাল হতে এবং উচ্চ বিদ্যালয়গুলো ১৯৮৬ সাল হতে পৌরসভা দায়-দায়িত্ব পালন করছে। কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠান মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন প্রাপ্ত নয়। এরপরও এ সকল স্কুল পরিচালনায় পৌরসভাকে প্রতিবছর বেতন-ভাতা বাবদ ১৪ লাখ ৪০ হাজার টাকা অর্থাৎ প্রতি মাসে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা ব্যয় করতে হচ্ছে। কিন্তু এ জন্য শিক্ষা খাতেও কোন কর আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়নি। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কর আদায়ের ব্যবস্থা না থাকায় এসব প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ভার বহন করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। [redacted] নির্বাচিত চেয়ারম্যানগণ ব্যক্তিস্বার্থ ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এসব বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনা করলেও সরকারী মঞ্জুরী ও অনুমোদনের জন্য কখনও কোন চেষ্টাও করা হয়নি। শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগপত্রে সরকারী নিয়মকানুন মানা হয়নি। বেতন-ভাতাদি পরিশোধের ব্যাপারে বিভিন্ন সময় অডিট আপত্তি এবং ব্যক্তিগত দায়-দায়িত্বের কথা উল্লেখ করাহয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, পৌর শহীদ জাবেদ উচ্চ বিদ্যালয়টিকে ১৯৭৫ সালে পৌরসভার ব্যবস্থাধীনে আনা হয়। বিদ্যালয়ে কর্মরত ১৫ জন শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগে গুরুতর অনিয়মের আশ্রয় নেয়া হয়েছে। কর্মরত শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন পরিশোধের জন্য সরকারীভাবে অনুদান দেয়া হলেও ১৯৮৪ সালে তা বন্ধ করে দেয়া হয়। এর কারণ পৌর কর্তৃপক্ষ জানাতে পারেননি। সংশ্লিষ্ট নথিপত্রে তা উল্লেখ নেই। এ বিদ্যালয়ের বিদ্যালয়ের ৫শ' গজের মধ্যে একটি বালক ও একটি বালিকা বিদ্যালয় পূর্ব হতে চালু রয়েছে এবং সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত। এছাড়া সরকারী অনুমোদন ছাড়াই ১৯৮৬ সাল হতে পীর মহসিনউদ্দিন পৌর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এবং ১৯৮৭ সাল হতে হাফেজ মাহমুদা পৌর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ব্যয়ভার স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ছাড়াই পৌরসভা বহন করে আসছে।

অপরদিকে পৌরসভায় পূর্ব প্রতিষ্ঠিত ১১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৯৭৩ সালে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে নেয়া হয় এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর তা পরিচালনা করছে। পৌরসভার সকল বিদ্যালয় সরকারী নিয়ন্ত্রণে নেয়ার পর নতুনভাবে আরও ৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন

৫-এর পাতায় দেখুন